ইসলামী ফুল-বাগিচা

লেভেল ঃ এল.কে.জি

সংকলন ঃ মনসূর আহমাদ মাদানী
অনুবাদ ঃ আব্দুল হামীদ মাদানী

بسم الله الرحمن الرحيم

শিক্ষকের জন্য কতিপয় জরুরী পথ-নির্দেশনা

১। শিক্ষকের উচিত, ছাত্রদের মনে সঠিক আকীদার বীজ বপন করা এবং তাদেরকে এমন জিনিসে অভ্যাসী বানানো, যাতে তাদের দ্বীন ও দুনিয়ার উপকারিতা নিহিত আছে।

২। শিক্ষক ছাত্রের আদর্শ হন। এই জন্য তাঁর প্রত্যেক কর্মে নববী সুন্নাহর বহিঃপ্রকাশ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৩। শিক্ষক হবেন গম্ভীর এবং বেশভূষায় সুন্দর।

৪। দ্বীনের আলেম নবীগণের ওয়ারেস হন। সুতরাং নিজের মাহাত্ম্য ও মর্যাদার কথা খেয়ালে রাখা আবশ্যক।

৫। শিক্ষকের উচিত, ছাত্রদের সাথে স্নেহ ও করুণাপূর্ণ ব্যবহার প্রয়োগ করা।

৬। শিক্ষক ছাত্রদের সাথে চিত্তাকর্ষী ভঙ্গিমায় প্রশ্নোত্তর করবেন।

৭। শিক্ষক এ ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহী হবেন, যাতে ছাত্রদের কুরআন-তিলাঅত আল্লাহর রসূল ﷺ-এর পদ্ধতি মুতাবেক হয়।

৮। ছাত্রদের মনে এই বিশ্বাস উজ্জ্বল করতে হবে, যাতে তারা কেবল আল্লাহর উপর ভরসা করতে, অতঃপর আত্মনির্ভরশীল হতে শেখে। তারা যেন অবসর-সময়কে এমন কাজে লাগায়, যা দ্বীন-দুনিয়ার কোন উপকারে লাগে।

৯। নিজের দায়িত্ব পালন করতে পরিপূর্ণ আন্তরিকতা ও সততা প্রকাশ করবেন।

১০। কচিকাঁচা শিশুদেরকে এই উম্মতের বিশাল মূলধন মনে ক'রে তাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করার প্রচেষ্টা চালাবেন।

১১। কর্তৃপক্ষের কাছে জবাবদিহির ভয় না ক'রে সরাসরি মহান আল্লাহর কাছে জবাবদিহির অনুভব হৃদয়ে রাখতে হবে।

ছাত্রদের জন্য কতিপয় জরুরী পথ-নির্দেশনা

১। ছাত্ররা সদা-সর্বদা পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতায় যত্নবান থাকবে।

২। বই-পুস্তকের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে এবং তার উপরে অন্য কিছু রাখবে না।

৩। পানাহার ও দেওয়া-নেওয়ার সময় সর্বদা ডান হাত ব্যবহার করবে।

৪। তোমার সময় বড় অমূল্য ধন। সুতরাং শিক্ষা-অর্জনে সময়ানুবর্তী হও।

৫। ইসলামী আকার-আকৃতিকে নিজের প্রতীক বানাও। আর ফরয নামায যথাসময়ে জামাআত-সহকারে আদায় কর।

৬। শিক্ষকদের প্রতি পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা রাখবে এবং তাঁদের আনুগত্য করবে।

৭। শিক্ষক যে পাঠ পড়াবেন, সেটা ভালভাবে রপ্ত ও মুখস্থ ক'রে আসবে।

৮। মেহনত ও কষ্ট, আগ্রহ ও মনোনিবেশ এবং চেষ্টা ও প্রয়াসকে নিজের হাতিয়ার বানিয়ে নাও। আর মনে রাখো যে, বিনা কষ্টে কেউই স্বনামধন্য হতে পারে না। পাথরকে শতবার কাটা-ঘষার পরেই তা মণি তৈরি হয়।

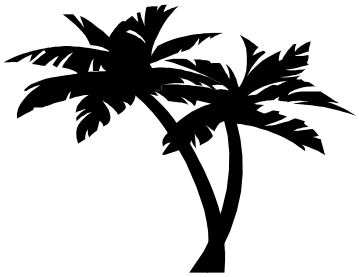

ফুলদানি--- ১
কুরআন কারীম

سورة الناس

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (١) مَلِكِ النَّاسِ (٢) إِلَهِ النَّاسِ (٣) مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ (٤) الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ (٥) مِنْ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ (٦)

سورة الفلق

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (١) مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ (٢) وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ (٣) وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ (٤) وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ (٥)

سورة الإخلاص

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ (١) اللهُ الصَّمَدُ (٢) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (٣) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ (٤)

سورة المسد

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ (١) مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ (٢) سَيَصْلَى نَاراً ذَاتَ لَهَبٍ (٣) وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ (٤) فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ (٥)

سورة النصر

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ (١) وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللهِ أَفْوَاجاً (٢) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّاباً (٣)

سورة الكافرون

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ (١) لَاأَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ (٢) وَلا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (٣) وَلا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ (٤) وَلا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (٥) لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ (٦)

سورة الكوثر

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (١) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (٢) إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الأَبْتَرُ (٣)

سورة الماعون

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ (١) فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ (٢) وَلا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ (٣) فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (٤) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ (٥) الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ (٦) وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ (٧)

سورة قريش

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لإِيلافِ قُرَيْشٍ (١) إِيلافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ (٢) فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ (٣) الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ (٤)

ফুলদানি---২
হাদীস শরীফ

১। সালাম ঃ

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন,

(اَلسَّلاَمُ قَبْلَ الْكَلاَمِ).

অর্থাৎ, কথা বলার পূর্বে সালাম দাও। (তিরমিযী ২৬৯৯নং)

২। নিয়ত শুদ্ধকরণ ঃ

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন,

(إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ).

অর্থাৎ, যাবতীয় কাজ নিয়তের উপর নির্ভরশীল। (বুখারী ১নং)

৩। পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা ঃ

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন,

(اَلطُّهُورُ شَطْرُ الإِيْمَانِ).

অর্থাৎ, পবিত্রতা অর্ধেক ঈমান। (মুসলিম ৫৫৬নং)

৪। ভ্রাতৃত্ববোধ ঃ

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন,

(اَلْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ).

অর্থাৎ, মুসলিম মুসলিমের ভাই। (বুখারী ২৪৪২, মুসলিম ৬৭০৬নং)

৫। নামায ত্যাগ ঃ

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন,

(لاَ حَظَّ فِي الإِسْلاَمِ لِمَنْ تَرَكَ الصَّلاَةَ).

অর্থাৎ, যে নামায ত্যাগ করে, তার ইসলামে কোন অংশ নেই। (মুঅত্ত্বা ১১৭নং)

৬। সচ্চরিত্রতা ঃ

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন,

(اَلْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ).

অর্থাৎ, সৎকাজ সুন্দর চরিত্রের নাম। (মুসলিম ৬৬৮০নং)

৭। ইসলামের রুক্নসমূহ ঃ

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন,

(بُنِيَ الْإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ).

অর্থাৎ, পাঁচটি জিনিসের উপর ইসলামের বুনিয়াদ রাখা হয়েছে ঃ-

(ক) এ কথার সাক্ষি দান করা যে, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রসূল (প্রেরিত দূত)।

(খ) নামায কায়েম করা।

(গ) যাকাত প্রদান করা।

(ঘ) হজ্জ করা।

(ঙ) রমযানের রোযা রাখা। (বুখারী ৮, মুসলিম ১২২নং)

৮। আল্লাহর কাছেই চাও ঃ

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন,

(إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللهَ).

অর্থাৎ, যখন চাইবে, তখন আল্লাহর কাছেই চাও। (আহমাদ ২৭৬৩নং)

৯। চুগোলখোরি ঃ

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন,

(لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ).

অর্থাৎ, চুগোলখোর জান্নাতে প্রবেশ করবে না। (বুখারী ৬০৫৬, মুসলিম ৩০৪নং)

১০। জেলখানা ঃ

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন,

(اَلدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ).

অর্থাৎ, দুনিয়া মু'মিনের জন্য জেলখানা এবং কাফেরের জন্য জান্নাত। (মুসলিম ৭৬০৬নং)

ফুলদানি----৩
আক্বীদা ও বিশ্বাস
(তাওহীদ)

১নং প্রশ্ন ঃ তোমাদের প্রতিপালক কে?

উত্তর ঃ আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ।

২নং প্রশ্ন ঃ মহান আল্লাহ কোথায় আছেন?

উত্তর ঃ সাত আসমানের উপরে আরশে।

৩নং প্রশ্ন ঃ 'কালেমা' কাকে বলে?

উত্তর ঃ 'আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, অআশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আব্দুহু অরাসূলুহু'-কে 'কালেমা' বলা হয়।

৪নং প্রশ্ন ঃ কালেমার অর্থ কী?

উত্তর ঃ আমি সাক্ষি দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই এবং আরো সাক্ষি দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রসূল (প্রেরিত দূত)।

৫নং প্রশ্ন ঃ আকাশ-পৃথিবীকে কে সৃষ্টি করেছে?

উত্তর ঃ আকাশ-পৃথিবীকে মহান আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন।

৬নং প্রশ্ন ঃ তোমাদেরকে কে রুযী দান করে?

উত্তর ঃ আমাদেরকে এবং সারা সৃষ্টিকে মহান আল্লাহই রুযী দান করেন।

৭নং প্রশ্ন ঃ রোগবালা কে দেয়?

উত্তর ঃ রোগবালা আল্লাহই দেন।

৮নং প্রশ্ন ঃ রোগবালা দূর করে কে?

উত্তর ঃ আল্লাহই রোগবালা দূর করেন।

৯নং প্রশ্ন ঃ কিছু চাইলে কার কাছে চাওয়া উচিত?

উত্তর ঃ কিছু চাইলে কেবল আল্লাহর কাছেই চাওয়া উচিত।

১০নং প্রশ্ন ঃ 'মা'বূদ' বা 'ইলাহ' কাকে বলে?

উত্তর ঃ যার ইবাদত ও উপাসনা করা হয়, তাকে মা'বূদ বা উপাস্য বলে।

১১নং প্রশ্ন ঃ আমাদের মা'বূদ বা উপাস্য কে?

উত্তর ঃ আমাদের মা'বূদ বা উপাস্য একমাত্র মহান আল্লাহ।

১২নং প্রশ্ন ঃ মহান আল্লাহর কি কোন ছেলেমেয়ে বা স্ত্রী আছে?

উত্তর ঃ মহান আল্লাহর কোন ছেলেমেয়ে বা স্ত্রী নেই।

১৩নং প্রশ্ন ঃ মহান আল্লাহ কখন থেকে আছেন এবং কখন পর্যন্ত থাকবেন?

উত্তর ঃ মহান আল্লাহ সর্বদা আছেন এবং সর্বদা থাকবেন।

১৪নং প্রশ্ন ঃ মহান আল্লাহর কি আকার আছে?

উত্তর ঃ তিনি নিরাকার নন। তাঁকে জান্নাতে দেখা যাবে।

১৫নং প্রশ্ন ঃ 'সত্য উপাস্য' কত আছে?

উত্তর ঃ 'সত্য উপাস্য' মাত্র একজনই আছেন। তিনি মহান আল্লাহ। তাঁর কোন শরীক নেই।

১৬নং প্রশ্ন ঃ ইবাদতকারীকে কী বলা হয়?

উত্তর ঃ ইবাদতকারীকে 'আবেদ' বলা হয়।

১৭নং প্রশ্ন ঃ আল্লাহর রসূল ﷺ 'আবেদ' ছিলেন, নাকি 'মা'বূদ'?

উত্তর ঃ আল্লাহর রসূল ﷺ 'আবেদ' ছিলেন, তিনি 'মা'বূদ' ছিলেন না। মা'বূদ কেবল মহান আল্লাহ।

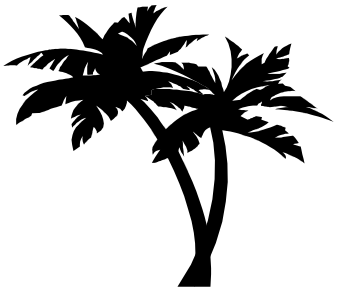

ফুলদানি--- ৪
ফিক্বহ (ব্যবহারশাস্ত্র)

১নং প্রশ্ন ঃ পানি কয় প্রকার ও কী কী?

উত্তর ঃ পানি দুই প্রকার ঃ পবিত্র ও অপবিত্র।

২নং প্রশ্ন ঃ কোন্ পানি দ্বারা গোসল ও উযূ করতে হবে?

উত্তর ঃ কেবল পবিত্র পানি দ্বারা গোসল ও উযূ করতে হবে।

৩নং প্রশ্ন ঃ সমুদ্র, নদী, কুয়া বা বৃষ্টির পানির দ্বারা কি উযূ-গোসল করা যাবে?

উত্তর ঃ যদি সেসব পানিতে কোন প্রকার অপবিত্রতার মিশ্রণ না থাকে, তাহলে তাতে উযূ-গোসল করা যাবে।

৪নং প্রশ্ন ঃ জুস বা ঝোল দিয়ে কি উযূ-গোসল করা যাবে?

উত্তর ঃ না, কারণ তাকে 'পানি' বলা যায় না।

৫নং প্রশ্ন ঃ মানুষের এঁটো পানি পবিত্র, নাকি অপবিত্র?

উত্তর ঃ মানুষের এঁটো পানি পবিত্র, চাহে সে মুসলিম হোক অথবা অমুসলিম।

৬নং প্রশ্ন ঃ হালাল পশুর এঁটো পানি পবিত্র, নাকি অপবিত্র?

উত্তর ঃ হালাল পশুর এঁটো পানি পবিত্র। কারণ যে পশুর গোশ্ত খাওয়া হালাল, তার লালা অপবিত্র নয়।

৭নং প্রশ্ন ঃ বিড়ালের এঁটো পানি পবিত্র, নাকি অপবিত্র?

উত্তর ঃ বিড়ালের এঁটো পানি পবিত্র।

৮নং প্রশ্ন ঃ কুকুরের এঁটো পানি পবিত্র, নাকি অপবিত্র?

উত্তর ঃ কুকুরের এঁটো পানি অপবিত্র। কুকুর কোন পাত্রে মুখ দিলে তা সাতবার ধুতে হবে। প্রথমবার মাটি দিয়ে এবং বাকী ছয়বার পানি দিয়ে।

ফুলদানি---৫
পবিত্র জীবনী

১নং প্রশ্ন ঃ আমাদের নবীর জন্মস্থান কোথায়?

উত্তর ঃ আমাদের নবীর জন্মস্থান মক্কা মুকার্রামা।

২নং প্রশ্ন ঃ আমাদের নবীর নাম কী?

উত্তর ঃ আমাদের নবীর নাম 'মুহাম্মাদ' ﷺ।

৩নং প্রশ্ন ঃ নবী ﷺ-এর নাম কে রেখেছিল?

উত্তর ঃ তাঁর দাদা আব্দুল মুত্ত্বালিব।

৪নং প্রশ্ন ঃ আমাদের নবীর পিতা ও মাতার নাম কী ছিল?

উত্তর ঃ তাঁর পিতার নাম আব্দুল্লাহ ও মাতার নাম আমিনা ছিল।

৫নং প্রশ্ন ঃ আমাদের নবীর পিতা কখন ইন্তিকাল করেন?

উত্তর ঃ তাঁর জন্মের আগেই তাঁর পিতার ইন্তিকাল হয়।

৬নং প্রশ্ন ঃ নবী ﷺ মক্কা থেকে হিজরত ক'রে কোথায় গিয়েছিলেন?

উত্তর ঃ নবী ﷺ মক্কা থেকে হিজরত ক'রে মদীনা ত্বাইবায় গিয়েছিলেন।

৭নং প্রশ্ন ঃ মহান আল্লাহ কুরআনকে কোন্ নবীর উপর অবতীর্ণ করেছেন?

উত্তর ঃ মহান আল্লাহ কুরআনকে আমাদের নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর উপর অবতীর্ণ করেছেন।

৮নং প্রশ্ন ঃ হযরত আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কে ছিলেন?

উত্তর ঃ হযরত আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) নবী ﷺ-এর স্ত্রী এবং আবূ বাক্র সিদ্দীক ﷺ-এর কন্যা ছিলেন।

৯নং প্রশ্ন ঃ আমাদের নবীর ইন্তিকাল কোথায় হয়েছে এবং সে সময় তাঁর বয়স কত ছিল?

উত্তর ঃ তাঁর ইন্তিকাল হয়েছে মদীনা ত্বাইবায় এবং সে সময় তাঁর বয়স ছিল ৬৩ বছর ৪ দিন।

ফুলদানি---৬
দুআ ও যিক্‌র

১। বাড়ি প্রবেশের সময় দুআ ঃ

(بِسْمِ الله).

অর্থাৎ, আল্লাহর নাম নিয়ে (আমি বাড়ি প্রবেশ করছি)। (মুসলিম ৫৩৮ ১নং)

২। বাড়ি থেকে বের হওয়ার দুআ ঃ

(بِسْمِ الله، تَوَكَّلْتُ عَلَى الله، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِالله).

অর্থঃ- আল্লাহর নাম নিয়ে বের হচ্ছি, আল্লাহর উপর ভরসা করছি, আর আল্লাহর তওফীক ছাড়া পাপ থেকে ফিরার এবং সৎকাজ করার (নড়া-সরার) শক্তি কারো নেই। (আবূ দাউদ ৫০৯৭, তিরমিযী ৩৪২৬নং)

৩। মসজিদ প্রবেশ করার সময় দুআ ঃ

(بِسْمِ الله، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلى رَسُوْلِ الله، اَللّهُمَّ افْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ).

অর্থঃ- আল্লাহর নাম নিয়ে শুরু করছি, সালাম ও দরূদ বর্ষিত হোক আল্লাহর রসূলের উপর। হে আল্লাহ! আমার জন্য তুমি তোমার করুণার দুয়ার খুলে দাও। *(সহীহুল জামে' ১/৫২৮, মুসলিম ১/৪৯৪, ইবনুস সুন্নী ৮৮ নং)*

৪। মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় দুআ ঃ

(بِسْمِ الله، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلى رَسُوْلِ الله، اَللّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ).

অর্থ- আল্লাহর নাম নিয়ে বের হচ্ছি, দরূদ ও সালাম হোক আল্লাহর রসূলের উপর, হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট তোমার অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি। *(ইবনে সুন্নী ৮৮ নং, মুসলিম ১/৪৯৪)*

৫। খাওয়ার সময় দুআ ঃ

'বিসমিল্লাহ' (আল্লাহর নাম নিয়ে শুরু করছি) বলে পানাহার শুরু করতে হয়। (বুখারী)

খাওয়া শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' বলতে ভুলে গেলে এবং মাঝে মনে পড়লে বলতে হয়,

(بِسْمِ الله أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ).

অর্থ- শুরুতে ও শেষে আল্লাহর নাম নিয়ে খাচ্ছি। *(সহীহ তিরমিযী ২/১৬৭)*

৬। খাওয়া শেষ করার পর দুআ ঃ

(اَلْحَمْدُ لله الَّذِيْ أَطْعَمَنِيْ هذَا وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّيْ وَلاَ قُوَّةً).

অর্থ- সেই আল্লাহর যাবতীয় প্রশংসা যিনি আমাকে এ খাওয়ালেন এবং জীবিকা দান করলেন, আমার কোন চেষ্টা ও সামর্থ্য ছাড়াই। *(সহীহ তিরমিযী ৩/১৫৯)*

৭। শোওয়ার সময় দুআ ঃ

(اَللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوْتُ وَأَحْيَا).

অর্থঃ- হে আল্লাহ! আমি তোমার নামে মরি ও বাঁচি। (বুখারী ৬৩১২নং)

৮। ঘুম থেকে জাগার পর দুআ ঃ

(اَلْحَمْدُ لله الَّذِيْ أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُوْرُ).

অর্থঃ- সেই আল্লাহর সমস্ত প্রশংসা যিনি আমাদেরকে মৃত্যু (নিদ্রা) দেওয়ার পর জীবিত করলেন এবং তাঁরই দিকে আমাদের পুনর্জীবন। *(বুখারী ৬৩১২, মুসলিম ৭০৬২নং)*

৯। প্রস্রাব-পায়খানার পূর্বে দুআ

(بِسْمِ الله، اَللّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ).

অর্থঃ- আল্লাহর নাম নিয়ে শুরু করছি। হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি পুরুষ ও নারী খবিস্ জ্বিন হতে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (বুখারী ৬৩২২, মুসলিম ৮৫৭নং)

১০। প্রস্রাব-পায়খানার স্থান থেকে বের হয়ে দুআ ঃ

غُفْرَانَكَ (গুফরা-নাক)। অর্থাৎ, হে আল্লাহ আমি তোমার ক্ষমা চাই। *(আবু দাউদ ১/৮, তিরমিযী ১/১২)*

১১। রাগ দূর করার দুআ ঃ

(أَعُوْذُ بِالله مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ).

অর্থ- আমি আল্লাহর নিকট বিতাড়িত শয়তান হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (বুখারী ৩২৮২, মুসলিম ৬৮ ১২নং)

১২। যে কোনও কাজ শুরু করার আগে দুআ ঃ

(بِسْمِ الله).

অর্থাৎ, আল্লাহর নাম নিয়ে শুরু করছি।

ফুলদানি---৭
ইসলামী আদব

❁ প্রস্রাব-পায়খানার আদব

১। বাথরুমে প্রবেশের সময় বাম পা আগে বাড়াবে। তার আগে দুআ পড়ে নেবে,

(بِسْمِ اللهِ، اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ).

অর্থঃ- আল্লাহর নাম নিয়ে শুরু করছি। হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি পুরুষ ও নারী খবিস্ জ্বিন হতে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (বুখারী ৬৩২২, মুসলিম ৮৫৭নং)

২। বাথরুম থেকে বের হওয়ার সময় ডান পা আগে বাড়াবে এবং দুআ পড়বে,

غُفْرَانَكَ (গুফরা-নাক)। অর্থাৎ, হে আল্লাহ আমি তোমার ক্ষমা চাই। *(আবু দাউদ ১/৮, তিরমিযী ১/১২)*

৩। প্রস্রাব-পায়খানার জায়গার কাছাকাছি হওয়ার আগে কাপড় তোলা উচিত নয়। বিশেষ ক'রে মাঠে-ময়দানে প্রস্রাব-পায়খানা করলে এর খেয়াল রাখা জরুরী।

৪। প্রস্রাব-পায়খানার সময় ক্বিবলার দিকে মুখ অথবা পিঠ ক'রে বসা বৈধ নয়।

৫। সাধারণ রাস্তায়, ছায়ায়, ঘাটে বা ফলদার গাছের নিচে প্রস্রাব-পায়খানা করা বৈধ নয়।

৬। প্রস্রাব-পায়খানা করার সময় কথা বলা বৈধ নয়।

৭। প্রস্রাব-পায়খানা করার পর ইস্তিঞ্জা করা ওয়াজেব। আর তার জন্য পানি ব্যবহার উত্তম। কিন্তু পানি না পাওয়া গেলে মাটি, পাথর অথবা টিসু পেপার ইত্যাদি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা জরুরী। অবশ্য মাটি ইত্যাদি কম-সে-কম তিনবার ব্যবহার করতে হবে। প্রয়োজনে তারও বেশি করতে হলে বেজোড় সংখ্যা ব্যবহার করতে হবে।

❁ মিথ্যাবাদিতার অপকারিতা

মিথ্যা কথা বলা মানুষের জিভ দ্বারা ঘটিত বহু পাপের একটি মহাপাপ। মিথ্যাবাদী যদি সে রোগের চিকিৎসা না করে, তাহলে তা তাকে জাহান্নামে পৌঁছে দেবে। কারো সাথে আমাদের কখনই মিথ্যা বলা উচিত নয়। যদি শিক্ষক কোন কথা জিজ্ঞাসা করেন, তাহলে তার সত্যসত্যই উত্তর দেওয়া উচিত। পিতা-মাতা, ভাই-বোন, সাথী-বন্ধু তথা আরো অন্যান্য লোকেদের সঙ্গে সদা সত্য কথা বলা উচিত। কিছু লোক মিথ্যা কথা বলার পর বলে, 'আমি মজাক ক'রে বলছিলাম।' কিন্তু এমন করাও বৈধ নয়। যেহেতু মহানবী ﷺ বলেছেন,

"মিথ্যাবাদিতা পাপের প্রতি পথপ্রদর্শন করে এবং পাপ পথপ্রদর্শন করে দোযখের প্রতি। আর মানুষ মিথ্যা বলতে থাকলে অবশেষে সে আল্লাহর নিকট ভীষণ মিথ্যাবাদী বলে লিখিত হয়।" (বুখারী ৬০৯৪ নং, মুসলিম ২৬০৭ নং)

❁ মিথ্যাবাদিতার পরিণাম

মহানবী ﷺ এক স্বপ্নের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, "সুতরাং আমি দু'জন ফিরিশ্তার সঙ্গে চলতে লাগলাম, তারপর চিৎ হয়ে শোয়া এক ব্যক্তির কাছে পৌঁছলাম। এখানে দেখলাম, তার নিকট এক ব্যক্তি লোহার আঁকড়া নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আর সে তার চেহারার একদিকে এসে এর দ্বারা তার কশ থেকে মাথার পিছনের দিক পর্যন্ত এবং একইভাবে নাকের ছিদ্র থেকে মাথার পিছনের দিক পর্যন্ত এবং অনুরূপভাবে চোখ থেকে মাথার পিছন দিক পর্যন্ত চিরে ফেলছে। তারপর ঐ লোকটি শোয়া ব্যক্তির অপরদিকে যাচ্ছে এবং প্রথম দিকের সাথে যেরূপ আচরণ করেছে অনুরূপ আচরণই অপর দিকের সাথেও করছে। ঐ দিক হতে অবসর হতে না হতেই প্রথম দিকটি আগের মতো ভাল হয়ে যাচ্ছে। তারপর আবার প্রথম বারের মতো আচরণ করছে। আমি ফিরিশ্তাদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করলাম, 'সুবহানাল্লাহ! এ কে?' তাঁরা আমাকে বললেন, "এ হল ঐ ব্যক্তি, যে সকালে আপন ঘর থেকে বের হয়ে এমন মিথ্যা বলে, যা চতুর্দিক ছড়িয়ে পড়ে।" (বুখারী ১৩৮৬নং)

ফুলদানি---৮

ইসলামী সংস্কৃতি

১নং প্রশ্ন ঃ যে গুহায় বসে মহানবী ﷺ ইবাদত করতেন, সে গুহার নাম কী?

উত্তর ঃ হিরা গুহা। (মক্কায় অবস্থিত নূর পাহাড়ের উপরে গারে হিরা।)

২নং প্রশ্ন ঃ 'কালীমুল্লাহ' কার উপাধি ছিল?

উত্তর ঃ হযরত মূসা عليه السلام-এর।

৩নং প্রশ্ন ঃ মহানবী ﷺ-এর খাস খাদেম কে ছিলেন?

উত্তর ঃ হযরত আনাস বিন মালেক رضي الله عنه।

৪নং প্রশ্ন ঃ কোন্ নবীকে মাছে গিলে ফেলেছিল?

উত্তর ঃ ইউনুস নবী عليه السلام-কে।

৫নং প্রশ্ন ঃ জানাযার নামায কত রাকআত?

উত্তর ঃ জানাযার নামাযে কোন রাকআত নেই।

৬নং প্রশ্ন ঃ কোন্ দিনে কিয়ামত কায়েম হবে?

উত্তর ঃ জুমআর দিনে।

৭নং প্রশ্ন ঃ রোযার মাসের নাম কী?

উত্তর ঃ রমযান মাস।

৮নং প্রশ্ন ঃ আমাদের নবী ﷺ-এর উপর কোন্ কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে?

উত্তর ঃ কুরআন মাজীদ।